দৈনিক ইনকিলাব

06

তারিখ 15 OCT 1986

গত সোমবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি আবাসিক হলে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করে

ডকুমেন্টেশন

১শ' ৫২ ব্যক্তি গ্রেফতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি আবাসিক হলে তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ ১শ' ৫২জনকে গ্রেফতার ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মাঝে ৬২ জন ছাত্র বলে পুলিশ জানিয়েছে। গত সোমবার রাত সাড়ে ১২টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত এ তল্লাশী অভিযান চলে। এ অভিযানকালে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়নি বলে ভিসি জানিয়েছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভিযোগ করেছেন যে, পুলিশ অনুমতি ছাড়া হলে প্রবেশ করে ছাত্রদের মালামাল লুণ্ঠন করে এবং ছাত্রদের শারীরিকভাবে নাজেহাল করে। অভিযোগে প্রকাশ, পুলিশ হলের তালাবদ্ধ কক্ষগুলোতে তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে মূল্যবান জিনিসপত্র লুণ্ঠন করেছে। কোন কোন হলে ছাত্রদের উপস্থিতিতে পুলিশ ছাত্দের ঘড়ি, কলম, দামী জামা-কাপড়, নগদ টাকাসহ অন্যান্য মালামাল লুণ্ঠন করেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সকালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে দেখা করে ৫টি দাবী পেশ করেন। দাবীসমূহ হচ্ছেঃ (১) ছাত্রদের মূল্যবান দ্ব্যাদি লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ প্রদান, (২) সাংবাদিক সম্মেলন করে দেশবাসীকে সমস্ত ঘটনা অবহিতকরণ, (৩) ভাইস চ্যান্সেলরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদত্যাগ, (৪) গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি এবং (৫) আবাসিক ছাত্রদের হলে থাকার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতি দিয়েছেন।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

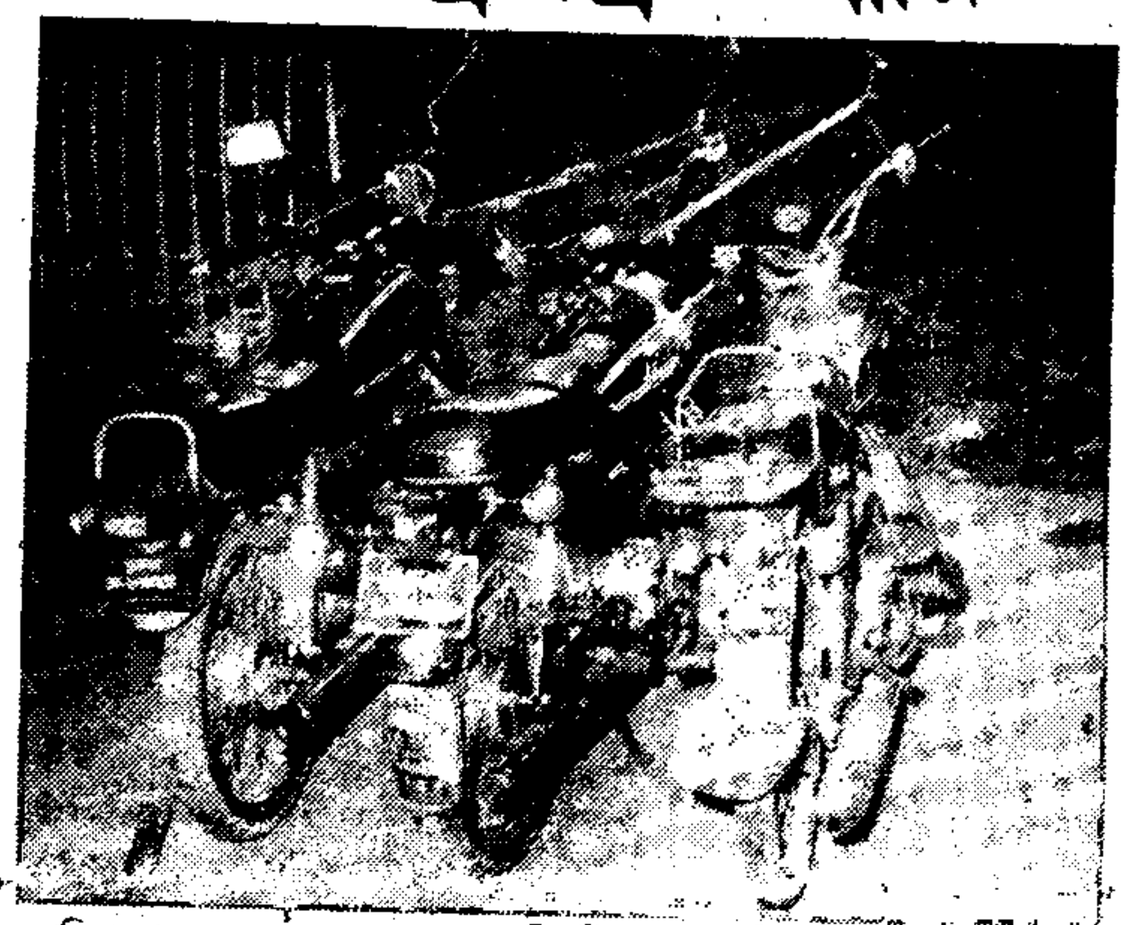

পুলিশ গত সোমবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ৩টি চোরাই মোটর সাইকেল উদ্ধার করে

অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গত কয়েকদিনের সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বিশ্ববিদ্যায়ে ৫টি আবাসিক হলে তল্লাশী চালায়। এ তল্লাশীকালীন পুলিশ ১শ' ৫২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। দু'জন বিচারপতিসহ বহু নিরীহ নাগরিক এই সন্ত্রাস ও বোমাবাজীতে আহত হয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। আইন-শৃংখলা পরিসিথ্তি স্বাভাবিক করতে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল, সূর্যসেন হল, মহসীন হল এবং জসীমউদ্দিন হলে তল্লাশী অভিযান চালায়। অভিযানকালে পুলিশ জগন্নাথ হল থেকে ৯৪ জন, মহসীন হল থেকে ১৯ জন, জহুরুল হক হল থেকে ১৭ জন, সূর্য সেন হল থেকে ৯ জন এবং জসীমউদ্দীন হল থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। এছাড়া পুলিশ ২টি দেশী বন্দুক, ১টি পাইপগান, ১টি খেলনা পিস্তল, ১শ' ১৬টি কার্তুজ, ৩শ'টি বোমা, ২শ' ১১টি ড্যাগার, ১১টি হকি স্টিক, ৫টি রড, ৩৩টি রামদা, ২টি ক্যাসেট রেকর্ডার, ৩টি চোরাই মটরসাইকেল (ঙ-৫৬৬০; স-৮৩২১, স-৫৮৬৮) সহ বিপুল পরিমাণ রিস্ফোরক উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে বলা হয় যে, গত কয়দিনের সন্ত্রাসের নায়করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আশ্রয় নিয়েছে, এ খবর পাওয়ার পর নিরীহ জনগণের জানমাল রক্ষার্থে পুলিশ হলসমূহে তল্লাসী চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা এ তল্লাশী অভিযানে অংশ নেয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, কিছুসংখযক ছাত্র নামধারী অছাত্র এবং পোষা দৃষ্কৃতকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ এবং ছাত্রদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ এসব দুষ্কৃতকীদের আশ্রয়স্থল এবং বিস্ফোরক তৈরী ও বেআইনী অস্ত্রের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুখপাত্র বলেন যে, অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুস্থ রাখা এবং এসব দুষ্কৃতকারীদের উচ্ছেদের পক্ষে। মুখপাত্রটি বলেন যে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষা এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। মুখপাত্র আশা প্রকাশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এদিকে গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সভার কোন সিদ্ধান্ত জানা যায়নি।